যুগান্তর

তারিখ 15 JUN 2007
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

৪৬

# ইউজিসির নিদ্রা

সরকারি দফতরে অনেক সংস্থা রহিয়াছে, যেইখানে কর্মকর্তারা অফিস টাইমে ঘুমাইবার সুযোগ পান। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনে (ইউজিসি) সেই সুযোগই নহে, শম্বুকগতিতে চলিবারও সুযোগ নাই। প্রতিষ্ঠানটি দেশের উচ্চশিক্ষার নীতিনির্ধারণী ও নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিধায় উহা সচল থাকিবারই কথা। কিন্তু এই সংস্থার কাজের গতি, দায়িত্ব পালনে আগ্রহের স্বরূপ দেখিয়া উহার পরিচয় মিলিতেছে না বলিয়াই অভিযোগ। যুগান্তরে প্রকাশিত রিপোর্ট প্রতিষ্ঠানটির বর্তমান কার্যক্রমের চিত্র মেলিয়া ধরিয়াছে। অভিযোগ, সরকারি নির্দেশ পালনে গড়িমসি এবং ধীরে চলার নীতি গ্রহণ করিয়াছে ইউজিসি। মাসাধিককাল পূর্বে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ইউজিসিকে নির্দেশ দিয়াছিল পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অধ্যাদেশ ও আইনের হার্ড ও সফট কপি বা সিডি পাঠাইতে। আজও সেই নির্দেশ পালিত হয় নাই। ইউজিসি চেয়ারম্যানের নির্দেশ পাইবার পর কাজটি যে দ্রুতগতিতে করিবেন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা, তাহা ঘটে নাই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ২২ মে অধ্যাদেশ ও আইনের কপি ইউজিসিতে পাঠাইলেও আবারও তাহারা উহার হার্ড ও সফট কপি চাহিয়াছে। ইহার পূর্বেও সরকারের নির্দেশ উপেক্ষা করিয়াছে ইউজিসি। বেসরকারি ও বিদেশী যেই সকল বিশ্ববিদ্যালয় অবৈধভাবে পরিচালিত হইতেছিল, মন্ত্রণালয় সেইগুলির তালিকাও চাহিয়াছিল ইউজিসির নিকট। ইউজিসি কাজটিকে গুরুত্ব তো দেয়ই নাই, উল্টা গোপনে কতিপয়কে সহায়তা দিয়াছে। ঘটনাচক্রে ইউজিসির বিদায়ী ও সদ্য নিয়োগপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের দায়িত্ব হস্তান্তর এবং গ্রহণের মধ্যবর্তী সময়েই এই সকল ঘটনা ঘটিয়াছে। মন্ত্রণালয় কড়া ভাষায় চিঠি লিখিলেও ইউজিসির পরিবেশ-পরিস্থিতিকে এই ক্ষেত্রে বিবেচনায় রাখিতে হইবে। উহার পরও বর্তমান চেয়ারম্যান অধ্যাপক নজরুল ইসলাম বিষয়টি জানেন না। তিনি আগামীতে এই সকল বিষয়ে সজাগ থাকিয়া উহা খতাইয়া দেখিবার কথা বলিয়াছেন। মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে ইউজিসি চলিতেছে বলিয়া তিনি দাবি করেন। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সীমা লংঘন এবং পাঠক্রম অমান্যসহ যেই সকল অন্যায় করিয়া চলিতেছে, উচ্চশিক্ষা কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণকারী এই সংস্থা অতীতে উহার লাগাম শক্ত করিয়া টানিয়া ধরে নাই। ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ন্যায় পরিচালিত ঐ সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে যাহারা পড়াশুনা করিতেছে, তাহাদের বড় একটি অংশের ব্যয় বহনে সক্ষম নহেন অনেক অভিভাবক। যুগের সহিত তাল মিলাইতে যাইয়া অনেক অভিভাবক সন্তানদের ঐ সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করিয়াছেন। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উচ্চ হারে টিউশন ফি আদায়ের বিষয়টি ইউজিসি কখনও আমলে লয় নাই। ইচ্ছা করিলে ইউজিসি এখনও সেই পদক্ষেপ লইতে পারে। ইউজিসিকে লক্ষ্যাভিসারী ও গতিশীল প্রতিষ্ঠানে পরিণত করিতে হইবে। এই সংস্থার উপরই নির্ভর করিবে আগামীতে আমাদের উচ্চশিক্ষার মান কতটা উন্নত ও সম্প্রসারিত হইবে। সরকার ও ইউজিসিকে মনে রাখিতে হইবে, এই দেশের মানুষের ভাগ্যোন্নয়নে তাহাদের সন্তানদের উচ্চশিক্ষার সুযোগ অবারিত করিতে হইবে।